আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক ইউএস কমিশন (U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF) হল স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংস্থা। এটি হল আমেরিকান কংগ্রেস দ্বারা সৃষ্ট একটি স্বাধীন, দ্বিদলীয় ইউএস সরকারের পরামর্শদাতা সংগঠন, যা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর নজর রাখে এবং রাষ্ট্রপতি, সেক্রেটারি অব স্টেট ও কংগ্রেসের কাছে নীতিমালা সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করে। আমাদের সংবিধিবদ্ধ অঙ্গীকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নথিতে প্রাপ্ত মানদন্ডগুলির ভিত্তিতে USCIRF এই সুপারিশগুলি পেশ করে। কমিশনার ও পেশাদার কর্মীরা ঘটনাস্থলে অমর্যাদার ঘটনাগুলি নথিভুক্ত করা এবং ইউএস সরকারের কাছে স্বাধীন নীতিগত সুপারিশগুলি করার দ্বারা এক বছর ধরে যে কাজ করেছেন, 2015 সালের বার্ষিক রিপোর্টটি তারই একটি সংকলন। 2015 সালের বার্ষিক রিপোর্টে 31 জানুয়ারী 2014 থেকে 31 জানুয়ারী 2015 পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এই সময়সীমার পরে সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ

2014 সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে, বিশেষত হিন্দু সংখ্যালঘু জনগণের বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য, হয়রানি, ভীতিপ্রদর্শন, এবং মাঝেমধ্যে হামলার ঘটনাগুলি বাংলাদেশে অব্যাহত ছিল। এছাড়াও বেআইনিভাবে জমি দখল করা, যা সাধারণভাবে জমি কেড়ে নেওয়া নামে পরিচিত, এবং মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদও বহুবিস্তৃত ছিল, আর সামঞ্জস্যহীন সংখ্যায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিশানা করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি মেনে চলার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি করলেও, শাসক আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয়ভাবে বিভাজনকারী ভাষা ব্যবহার করে, এবং কখনও কখনও এমনভাবে কাজ করে যা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমানোর পরিবর্তে আরো বাড়িয়ে তোলে। সেপ্টেম্বর 2014 এ একজন USCIRF কর্মী ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থার মূল্যায়ন করার জন্য দেশে ভ্রমণ করেছিলেন।

প্রেক্ষাপট: 05 জানুয়ারী 2014 তারিখে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা অবাধ বা নিরপেক্ষ ছিল না, এবং অর্ধেকের বেশি আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party) (BNP) এবং অন্য 18টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করেছিল। বাংলাদেশে 64টি জেলার মধ্যে 16টিতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা ঘটেছিল, আর বেশির ভাগ আক্রমণের জন্য BNP এবং প্রধান ধর্মীয় দল জামাত-ই-ইসলামী (জামাত)-এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলিকে দায়ী করা হয়েছিল। জঘন্যতম আক্রমণগুলি ঘটেছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে। অনেক হিন্দুদের সম্পত্তি লুট, ধ্বংস করা বা আগুন লাগানো হয়েছিল, এবং শত শত হিন্দু তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকেও আক্রমণের নিশানা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহিংসতার পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সমর্থনে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল যে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে সরকার দ্বারা প্রেরিত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলি সক্রিয়ভাবে সংঘাত থামায়নি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতে অংশ নিয়েছিল।

2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই দেশের জনসংখ্যার প্রায় 90 শতাংশ সুন্নি মুসলমান। হিন্দুরা হলেন মোট জনসংখ্যার 9.5 শতাংশ, এবং খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সহ অন্য সকল ধর্মের মানুষ হলেন এক শতাংশের কম।

ব্লগারদের হত্যা এবং ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ: রিপোর্টের সময়কালের পরে দু'জন স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারকে ঢাকার প্রকাশ্য রাস্তায় পৃথক ঘটনায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক অভিজিত রায়কে 26 ফেব্রুয়ারী 2015 তারিখে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল; আর রায়ের স্ত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। 2015 সালের মার্চ মাসের শুরুতে একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল। 30 মার্চ 2015 তারিখে ওয়াশিকুর রহমানকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল; চারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল। রিপোর্টের সময়কালে তিনজন স্বঘোষিত নাস্তিককে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; তারা বাংলাদেশের 1971 সালের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল সম্বন্ধে ব্লগ লেখার পরে 2013 সালের এপ্রিলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং "ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে আঘাত" করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। 2013 সালে জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারকে তথাকথিতভাবে একটি তালিকা দিয়েছিল, যেখানে তারা অন্য 84 জন মানুষের নাম উল্লেখ করেছিল যাদের বিরুদ্ধে তারা ধর্মদ্রোহিতার অপরাধের তদন্ত দেখতে চেয়েছিল।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ: 1971 সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাজেয়াপ্ত করা হিন্দু সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবার বা ব্যক্তিরা যাতে আবেদন করতে পারেন, সেই জন্য 2011 সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন একটি আবেদনের প্রক্রিয়া ঠিক করেছিল। তবে হিন্দু সম্প্রদায় ও NGO-রা অভিযোগ করে যে আইনটির সংজ্ঞা খুবই সঙ্কীর্ণ, আবেদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও দুর্বহ, এবং যোগ্য সম্পত্তির মধ্যে শুধুমাত্র অল্প শতাংশ সম্পত্তিই প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।

জমি দখল: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা USCIRF-কে বলেছিল যে জমি দখল একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয় এবং পুরো বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। জমি দখল সকল সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, বিশেষত হিন্দুরা অনেক প্রজন্ম ধরে যে জমির মালিকানা দাবি করে এসেছে সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে অসামঞ্জস্যভাবে নিশানা বানানো হয়েছিল বলে মনে হয়। বিবরণ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের কিছু সদস্য সহ স্থানীয় পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারা মাঝেমধ্যেই জমি দখল করা এবং/অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আইনি মামলা থেকে রক্ষা করার ঘটনায় যুক্ত থাকেন। রাস্তা বা শিল্পাঞ্চলগুলির কাছে জমি দখলের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে, যেখানে জমির মূল্য মহার্ঘ; সুতরাং এটা নির্ধারণ করা কঠিন যে সংখ্যালঘু মানুষদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য, সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের অসহায় অবস্থার জন্য, নাকি সম্পত্তির মূল্যের জন্য নিশানা করা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (CHT চুক্তি): CHT চুক্তি হল বাংলাদেশ সরকার এবং ঐ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি ও শান্তি চুক্তি, যাদের মধ্যে প্রায় 50 শতাংশ হলেন থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। বাংলাদেশ সরকার দ্বারা USCIRF-কে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, CHT চুক্তির 72টি অনুচ্ছেদের মধ্যে 48টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, 15টি আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, আর নয়টি এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিরা দাবি করেন যে মাত্র 25টি অনুচ্ছেদই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 2015 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অঞ্চলে বিদেশী দর্শনার্থী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন উভয়ের প্রবেশাধিকারই সীমিত করে দিয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মানুষ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিবাদের বিষয়ে রিপোর্ট করার বিষয়টি সীমিত করা।

রোহিঙ্গা মুসলমান: বাংলাদেশ-বার্মা সীমানার কাছে কক্সবাজারে সরকার-পরিচালিত দু'টি শিবিরে বসবাসকারী আনুমানিক 30,000 রোহিঙ্গা মুসলমানকে বাংলাদেশী সরকার বার্মা থেকে আগত উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে, আর শিবিরের বাইরে বাংলাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী 2,00,000 থেকে 5,00,000 রোহিঙ্গা মুসলমানকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 2014 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, দেশে রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ একটা জাতীয় কার্যকৌশল গ্রহণ করেছিল, যেখানে আরো বেশি জনহিতকর সহায়তা দেওয়া এবং বার্মাকে যুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। 2014 সালের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন যে উদ্বাস্তুদের বসবাসের বর্তমান পরিবেশের উন্নতিসাধনের জন্য UNHCR এর সহায়তায় পরিচালিত দু'টি উদ্বাস্তু শিবিরকে স্থানান্তরিত করা হবে, এবং তিনি বর্তমান অবস্থাকে অমানবিক বলে বর্ণনা করেছিলেন। UNHCR এই ঘোষণাকে স্বাগত জানালেও, তারা ইঙ্গিত করেছিল যে এই স্থানান্তর ব্যয়বহুল হবে এবং এর ফলস্বরূপ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে। UNHCR জানায় যে শিবিরের বাইরে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলমানরা সংস্থার থেকে কোনো সহায়তা পায় না এবং শোচনীয় অবস্থায় বসবাস করে।

সুপারিশমালা: USCIRF সুপারিশ করে যে বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সময় ইউএস সরকারের উচিত: প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও সমস্ত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে ধর্মীয় বিভাজনমূলক ভাষা ও ধর্মীয়ভাবে প্রণোদিত হিংসাত্মক ও হয়রানিকর কাজগুলির ঘন ঘন এবং প্রকাশ্যে নিন্দা করতে অনুরোধ করা; স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও বিচারকদের মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদন্ডগুলির বিষয়ে এবং ধর্মীয়ভাবে প্রণোদিত হিংসাত্মক কাজগুলির তদন্ত ও বিচার কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশী সরকারকে সহায়তা দেওয়া; এবং বাংলাদেশের সরকারকে জমি দখলের দাবিগুলির তদন্ত করতে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে NGO-র প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণকারী আদেশ বাতিল করতে, এবং তার ধর্মদ্রোহিতা আইন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা।